সংবাদ

24 JUN 2007

প্রাথমিক শিক্ষা : স্টাইপেন্ড প্রকল্পের ব্যর্থতা!

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩ হাজার ৩১২ কোটি টাকার স্টাইপেন্ড প্রকল্প দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য তার মূল উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলে দুটি জরিপ-রিপোর্টে দেখা গেছে। ইউনিসেফ-ঢাকা এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এই জরিপ পরিচালনা করেছিল। টিআইবির জরিপে দেখা গেছে, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির দুর্নীতি ও অনিয়মই স্টাইপেন্ডের অর্থ তছরুপের প্রধান কারণ। সরকারি অর্থে পরিচালিত স্টাইপেন্ড প্রকল্প শুরু হয় ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। অন্যদিকে প্রকল্পের ডিরেক্টর দাবি করছেন যে, স্টাইপেন্ড প্রকল্পটি 'শতকরা ১০০ ভাগ সফল' এবং প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা স্টাইপেন্ড প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীরা যেন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে। কিন্তু [illegible] থেকে দেখা যাচ্ছে, [illegible] প্রকল্প চালু আছে, সেসব স্কুলে ঝরেপড়া বা ড্রপ-আউটের হার আগের মতোই শতকরা ২৪ [illegible] 'ফ্রি প্রাইমারি শিক্ষা' আদতে 'ফ্রি' নয়। নানাভাবে [illegible] থেকে টাকা-পয়সা আদায় করা হয়। দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের [illegible] স্টাইপেন্ডের টাকা পায় না। ইউনিসেফের [illegible] বলা হয়েছে, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বৈষম্যমূলক আচরণে অনেক ক্ষেত্রেই রাখঢাক থাকে না। শিক্ষক এবং অভিভাবকরা মনে করেন, ১১ সদস্যের ম্যানেজিং কমিটির তালিকা প্রণয়নের ক্ষমতা খর্ব করা উচিত। অন্যদিকে স্টাইপেন্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কাজ থেকে স্কুলের শিক্ষকরা অব্যাহতি চান। এ কাজে তাদের অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। এতে তাদের পড়ানোর কাজে ক্ষতি হয়। শিক্ষকরা মনে করেন সরকারের উচিত, স্টাইপেন্ড পাওয়ার যোগ্যদের তালিকা প্রণয়নের জন্য স্বাধীন প্রকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ করা।

প্রতি বছর দেশের পল্লী এলাকার ৫৮ হাজার স্কুলের ৪৮ লাখ ছাত্রছাত্রী স্টাইপেন্ড পেয়ে থাকে। গত বছর স্টাইপেন্ড ও ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৪৫৮ কোটি এবং নির্বাচিত স্কুলগুলোর জন্য ৬ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৭৮ হাজারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ। বর্তমানে ঝরেপড়ার হার ৩৩ শতাংশের মতো। স্টাইপেন্ড প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত স্কুলগুলোর শতকরা ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্টাইপেন্ড পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ছাত্রছাত্রীর মা ব্যাংক থেকে মাসে ১০০ টাকা করে তুলতে পারবেন এবং দুটি সন্তান হলে মাসে ১২৫ টাকা করে পাবেন। স্টাইপেন্ড পেতে হলে উপস্থিতির হার কমপক্ষে ৮৫ শতাংশ হতে হবে এবং পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ নম্বর পেতে হবে। এর কোনটিই হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য অনেক সময় সম্ভব হয় না বলে জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে টিআইবি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, স্টাইপেন্ড তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর ম্যানেজিং কমিটিকে ঘুষ দিতে হয়েছে। অনেক সময় ভুয়া ছাত্রছাত্রী এবং উপস্থিতির হার নিয়ে মিথ্যাচারের দৃষ্টান্তও কম নয়। অনেক শিক্ষকই মনে করেন, স্টাইপেন্ড প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের ঝরেপড়ার হার কমাতে ভূমিকা রাখতে পারেনি। দুটি জরিপ রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, স্টাইপেন্ড প্রকল্পটিকে আরও দক্ষ করার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। প্রকল্পটি চালু রেখেই কাজটা করতে হবে। এটি বন্ধ করে দিলে অনেক হতদরিদ্র পরিবারের রুজির সমস্যা হবে এবং তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার আশা শেষ হয়ে যাবে।